Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IV Issue : V, 15th August, 2015 শ্রাবণ, ১৪২২, বার্ষিক মূল্য-১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ
(১৮৭২- ১৯৫০)

২৯শে জুলাই ২০১৫, সংস্থার ১০ম রার্ষিকি সম্মেলনে প্রবীন বার্তার মান উন্নয়ন ও মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করছেন শ্রী অশোক রঞ্জন ধর। মঞ্চে সহ সভাপতি শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী, সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

অশোক রঞ্জন ধর

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রী অরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। ৭ বছর বয়সে দুই দাদার সঙ্গে কৃষ্ণ চন্দ্র তাঁকে বিলেত নিয়ে যান। ওখানেই অরবিন্দের পাঠ শুরু। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় মজলিসের সম্পাদক রূপে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ভারতের মুক্তির পথ হিসাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের ইঙ্গিত ছিল। আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেই চাকুরীতে যোগ না দিয়ে দেশে ফিরে বরোদা স্টেট সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯০১সালে তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) তাঁকে প্রকাশ্য নেতৃত্বে নিয়ে আসে। ঐ সময় 'যুগান্তর' পত্রিকা চালু করলেও তিনি বিপিন চন্দ্র পালের 'বন্দে মাতরম্' এ যোগ দেন। ১৯০৭ সালে এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু লেখার জন্য তিনি গ্রেফতার হলেও অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। ১৯০৮ সালের মে মাসে আরো ৩৮জন বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯০৯সালের ৬ই মে তিনি মুক্তি পান। জেলে থাকাকালীন ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। পরের বছর এক সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন তাঁর দপ্তরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। 'অন্তরের নির্দেশে' তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর এবং সেখান থেকে পন্ডিচেরী চলে যান। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান। রাজনীতি ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খুঁজতে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। এই কাজে তিনি ফরাসী দম্পতি পল রিশার ও মীরা রিশার এর সাহায্য পান। মীরা রিশার পরবর্তীকালে 'মাদার' নামে পরিচিত হন। শ্রী অরবিন্দ ১৯২৬ সালে প্রকাশ্য জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ১৯৫০ সালে তাঁর প্রয়াণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের কোন বদল ঘটতে দেন নি।

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট

রিপোর্টার - স্নেহাংশু চাকদার

২৯শে জুলাই ২০১৫ বিকাল ৫টায় রেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে "বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী বিভাস দাশগুপ্ত ও শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী।

সমগ্র সভা পরিচালনার জন্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সহ সভাপতিবৃন্দকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী গঠিত হয় এবং সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

পরবর্তীতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম, প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতদের এবং দেশের কৃতি সন্তান সহ বিগত বছরে যে সকল সদস্য / সদস্যা ও প্রিয়জনের জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং তা সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। তার প্রতিবেদনে সংস্থার সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে। তাছাড়া প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যা এবং সমাধানের যে চেষ্টা সংস্থা করে যাচ্ছে তাও প্রতিবেদনে স্থান পায়।

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী। প্রবীণবার্তার মানউন্নয়ন ও মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেন শ্রী অশোক রঞ্জন ধর এবং তা সমর্থন করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। তহবিল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন শ্রী মিহির বরণ রায় তা সমর্থন করেন শ্রী নারায়ণ ঘোষ। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তি করণের প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী তা সমর্থন করেন শ্রীমতী উমা সাহা। সংস্থার ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারণ ও সাংগঠনিক উন্নতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীরাম রমণ ভট্টাচার্য এবং সমর্থন করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার।

সভাপতি মহাশয় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ ও সাংগঠনিক উন্নতির প্রস্তাব সহ সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উপস্থাপিত বিষয় সমূহের প্রতি সহমত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন শ্রী কমলা প্রসাদ ভট্ট, শ্রী ভুবনেশ্বর পাল, শ্রী অরুণ মুখার্জী, শ্রীমতী শুভ্রা রায়চৌধুরী, শ্রী অজিত কুমার বর্মন ও ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল। উত্থাপিত প্রতিবেদন সহ বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর তারা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রদান করে বিদায়ী সহ সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী ও বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। বিদায়ী সম্পাদক বলেন আশা করি নতুন কমিটি উত্থাপিত বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উত্থাপিত সকল প্রস্তাব সমূহ উপস্থিত ১১৫জন সদস্য দ্বারা অনুমোদিত হয়।

পরে বিদায়ী সম্পাদক আগামী বছরের জন্য ৪৬জন সদস্যকে নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৪৫ জনের নাম প্রস্তাব করেন। বাকী একজনের নাম পরে আলোচনা করে যুক্ত করা হবে। ৪৫ জন হলেন — (১) শ্রী পেলব মুখার্জী (সভাপতি) (২) শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী (সহ-সভাপতি) (৩) শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য (সহ-সভাপতি) (৪) ডাঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা (সহ-সভাপতি), (৫) ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল (সহ-সভাপতি) (৬) শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য (সহ-সভাপতি), (৭) শ্রী সনৎ লাহিড়ী (সহ-সভাপতি), (৮) শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় (সহ-সভাপতি) (৯) শ্রী মিহির বরণ রায় (সহ-সভাপতি) (১০) ডঃ সংঘমিত্রা দাসগুপ্ত (সহ-সভাপতি) (১১) ডঃ এম. কে. মাহেশ্বরী (সহ-সভাপতি) (১২) শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী (সহ-সভাপতি) (১৩) ডঃ নমিতা বাগচী (সহ-সভাপতি) (১৪) শ্রমতি সুনীতি বোস

(সহ-সভাপতি) (১৫) শ্রীমতি রাধা দত্ত (সহ-সভাপতি) (১৬) শ্রী দীপেশ মিত্র (সম্পাদক) (১৭) শ্রী স্নেহাংশু চাকদার (সহ-সম্পাদক) (১৮) শ্রী সুরেশ কুমার দীক্ষিত (সহ-সম্পাদক) (১৯) ডাঃ বীরেন মজুমদার (সহ-সম্পাদক) (২০) শ্রী দেবব্রত নাগ (সহ-সম্পাদক) (২১) শ্রী অশোক রঞ্জন ধর (সহ-সম্পাদক) (২২) শ্রীমতি উমা সাহা (সহ-সম্পাদক) (২৩) শ্রী নারায়ন ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ) (২৪) শ্রী পার্থ প্রতীম চ্যাটার্জী (সদস্য) (২৫) শ্রী নারায়ণ দাস (সদস্য) (২৬) শ্রীমতি বকুল ব্যানার্জী (সদস্য) (২৭) শ্রী ঋষিকেশ দাস (সদস্য) (২৮) শ্রী মনোজ কান্তি রায় চৌধুরী (সদস্য) (২৯) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী (সদস্য) (৩০) শ্রী সুনীল চন্দ্র দে (সদস্য) (৩১) শ্রী রমা প্রসন্ন দত্ত (সদস্য) (৩২) শ্রী বাদল বিশ্বাস (সদস্য) (৩৩) শ্রী দেবব্রত দত্ত (সদস্য) (৩৪) শ্রী মনোরঞ্জন তালুকদার (সদস্য) (৩৫) শ্রী শশীকান্ত মোদক (সদস্য) (৩৬) শ্রী অরুনেন্দু ঘোষ (সদস্য) (৩৭) শ্রী জয়দেব সামন্ত (সদস্য) (৩৮) শ্রী অনুপ রায় (সদস্য) (৩৯) শ্রী প্রসেনজিৎ দে (সদস্য) (৪০) শ্রী রঘুনাথ রায় (সদস্য) (৪১) শ্রী প্রণব কুমার সরকার (সদস্য) (৪২) শ্রী বিজয় রাই (সদস্য) (৪৩) শ্রী জ্যোতিষ ভৌমিক (সদস্য) (৪৪) শ্রী ভবতোষ দাস (সদস্য) (৪৫) শ্রী স্বপন ঘোষ (সদস্য) উক্ত কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তারপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি সূচনা করেন।

ক্যান্সার

অধ্যাপক(ডাঃ) জ্ঞানব্রতশীল (চলভাষ) ৯৪৩৩২৪৪৯৪৫

ক্যান্সার কী?

অনেকগুলি সমধর্মী অসুস্থতাকে একত্রে ক্যান্সার নামে অভিহিত করা হয়। সব রকমের ক্যান্সারেই শরীরের এক বা একাধিক কোষ (সেল) হঠাৎ বিশৃঙ্খল অস্বাভাবিকতায় সব বাধা-বাঁধন মুক্ত হয়ে অনিয়মিত বিভাজিত হতে থাকে এবং এই বিভাজন প্রক্রিয়া থামে না। মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের কোটি কোটি কোটি কোষ দিয়ে তৈরী হয়। সব স্বাভাবিক কোষ নিজ নিজ নির্দিষ্ট নিয়ম ও ছন্দানুসারে বৃদ্ধি পায়, নিজের সুনির্দিষ্ট কাজ করে বৃদ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মারা যায় এবং নতুন কোষ তার শূন্যস্থান পূর্ণ করে একই কর্ম সম্পাদন করে। অদ্যাবধি বিজ্ঞানীদের জানার বাইরের কোনো কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শরীরের মধ্যে অবস্থিত যে কোনো কোষই যে কোনো সময়ে ক্যান্সারাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং তারা তার আশ-পাশের বা দূরবর্তী টিশু (কলা)-গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

যে কোনো কোষ ক্যান্সারগ্রস্ত হলে সে তার সুস্থাবস্থার নিয়ম, বৈশিষ্ট্য ও ছন্দ ভুলে যায়। বৃদ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত কোষ নিজ নিয়মে মারা যায় কিন্তু তার জায়গা নেবার জন্য সুস্থ নিয়ম, বৈশিষ্ট্য ও ছন্দ-যুক্ত কোষের বদলে আদিম বৃদ্ধি-ক্ষমতাযুক্ত অগুন্তি অপ্রয়োজনীয় কোষ জড়ো হয়ে টিউমার ও অন্যবিধ বৈকল্য সৃষ্টি করে। বেশীরভাগ ক্যান্সারই টিশুর মধ্যে টিউমার (শক্ত-পিন্ড) তৈরী হয় কিন্তু রক্তের ক্যান্সারে তা হয় না।

ক্যান্সারগ্রস্ত টিউমারকে ম্যালিগন্যান্ট-টিউমারও বলা হয় কারণ এই সব টিউমারে অবস্থিত ক্যান্সারগ্রস্ত কোষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ক্যান্সারগ্রস্ত কোষ রক্ত বা লিম্ফ (দেহ রস)-এর মাধ্যমে সারা দেহে ছড়াতে পারে এবং যেখানেই যায় সেখানেই টিউমার তৈরি করে এবং তজ্জনিত বাড়তি সমস্যা উৎপন্ন করে। ম্যালিগন্যান্ট-টিউমারের বিপরীতে অবস্থানকারী এবং কম বিপদজনক টিউমারের নাম বিনাইন-টিউমার, যারা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের মত অন্যত্র ছড়ায় না, বড় হতে পারে কিন্তু অপারেশন করার পরে আবার বাড়ে না।

ক্যান্সার কী ভাবে শুরু হয়?

ক্যান্সার একটি জীন ঘটিত অসুখ। যেসব জীন আমাদের দেহকোষের বিভাজন, বৃদ্ধি, কর্ম-পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কোনো ব্যত্যয় বা মিউটেশন ঘটলে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন ঘটে ক্যান্সার শুরু হয়। আমাদের জীনগুলি বংশপরম্পরায় আমরা পেয়ে থাকি- তাই ক্যান্সারের বংশগতির অস্তিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু বংশগতিই একমাত্র কারণ নয়। বয়োবৃদ্ধি, পরিবেশ, রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব, তামাক, ইত্যাদি নানাবিধ কারণকে ক্যান্সারের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে ও যাচ্ছে এবং তার ভিত্তিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার প্রচেষ্টা চলছে। তবুও একথা বলতেই হচ্ছে যে লুই পাস্তুরের গবেষণার মাধ্যমে জীবাণু ঘটিত রোগের কারণ যতটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, ক্যান্সারের বিষয়ে অদ্যাবধি নিরন্তর

গবেষণা চলতে থাকলেও তদ্রুপ সুনিশ্চিত কারণ এতাবৎ জানা যায়নি।

ক্যান্সার ছড়ায় কী ভাবে?

প্রথমদিকে বেশিরভাগ ক্যান্সারগ্রস্ত কোষ যেখানে শুরু হয় (প্রাথমিক স্থান) সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরে যত সময় যেতে থাকে তত ব্যাপকভার শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াতে বা মেটাষ্টি সিস হতে থাকে, ছড়িয়ে যাওয়া ক্যান্সারকে মেটাষ্টিটিক-ক্যান্সার বলা হয়। এর ফলে বিপদের মাত্রা বাড়তে থাকে। মেটাষ্টিসিসই বেশীরভাগ ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর কারণ।

সংবাদ প্রবাহ

সঙ্কলনে - রমাপ্রসন্ন দত্ত

(১) রাজ্যে গ্রুপ ডি পদে ৬০ হাজার লোক নিয়োগের কথা সরকার ভাবছেন। এরজন্য আমলারা বোর্ড গড়ার প্রস্তাব দিলেন।

(২) রাজ্য সরকারের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের চিকিৎসার জন্য একলক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ক্যাশলেস করা হয়েছে। এখন চিকিৎসার খরচ সরাসরি সরকার চিকিৎসা কেন্দ্রে জমা দিচ্ছেন।

(৩) সম্প্রতি হাওড়া শহরে এক বৃদ্ধকে তার ছেলে ও বৌমা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। বৃদ্ধের অপরাধ তাদের চাহিদামত টাকা এবং স্ত্রীর গহনা সব না দেওয়া। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্যবসা করে সংসরের সব খরচ চালাতেন। ছেলে ও তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে রোজ মার খেতেন, তারপরে সম্প্রতি শেষ মারে মারা যায় বৃদ্ধ। বৃদ্ধা বাধা দেওয়ায় তাকেও আহত করা হয় নির্মম ভাবে।

(৪) রাজ্যের কয়েকটি জেলা বন্যা কবলিত, মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা। ত্রাণ সমস্ত জায়গায় পর্যাপ্ত নয় বলে খবর।

(৫) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি. জে.আব্দুল কালাম প্রয়াত হয়েছেন। ভারতের এই কৃতি ও মহান সন্তানকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ আশা করি সবাই কুশলে আছেন। স্বাধীনতার ৬৮তম বার্ষিকীতে প্রবীণবার্তা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে খুব ভাল লাগছে।

গত ২৭শে জুলাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি. জে. আব্দুল কালাম শিলংয়ে আই. আই. এম. এ বক্তৃতারত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ওখানকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। তাঁকে আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গত ২৯শে জুলাই আমাদের সংস্থার দশম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। উক্ত সভায় সর্বসম্মতভাবে ৪৫জনকে নিয়ে ২০১৫-১৬এর জন্য একটি পরিচালন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। আশা রাখি নতুন কমিটি সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় সাধারণ সভায় গৃহীত কর্মসূচীগুলিকে সঠিক ভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হবে।

সংবাদে প্রকাশ, প্রাণগোবিন্দ ও রেনুকা দাস, উভয়ই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক একটি ফ্ল্যাটে থাকেন এবং তাদের কন্যা বিদেশে কর্মরতা। তাঁরা বাইরের একটি ছেলেকে পুত্রসম স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন এবং তাকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এমনকি তাকে বিল্ডিংয়ের একটি ডুপ্লিকেট চাবিও দিয়েছিলেন। উভয়েই এক রাতে নিহত হন। এবং ঐ ছেলেটিই এই কাজ করেছে সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে - প্রবীণদের সুরক্ষার কি হবে? শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য তাদের তো অন্যের সাহায্য নিতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা বন্যায় আক্রান্ত বন্যাক্লিষ্ট দুর্গতদের পাশে আমাদের সীমিত সামার্থ্য নিয়ে আমরা অবশ্যই আছি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। সবাই ভাল থাকুন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in